সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)

এর উপ-প্রকল্প:

“পরিবেশবান্ধব উপায়ে নোয়াখালী জেলায় মহিষ পালন ব্যবসাগুচ্ছের সম্প্রসারণ”

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

স্বর্ণদ্বীপ

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা'র পরিচিতি:

বিশিষ্ট সমাজ সেবক মরহুম মো: ফজলুল হক (হক সাহেব) দারিদ্রপীড়িত ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে সংস্থাটি ৫৩টি শাখার মাধ্যমে দরিদ্র-অতিদরিদ্র ও ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর সাথে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প কার্যক্রমসহ মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

লক্ষ্যঃ

প্রত্যন্ত চরাঞ্চলের দুঃস্থ ও অনগ্রসর দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীদের উৎপাদন মুখী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণ , অন্তর্ভুক্তকরণ এবং তাদের সামর্থ্য ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও অবস্থানের উন্নয়ন।

এসইপি প্রকল্পের প্রারম্ভিক কথা:

ব্যবসাগুচ্ছ ভিত্তিক ক্ষুদ্র উদ্যোগ গুলোকে পরিবেশের স্থায়ী ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোগের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পিকেএসএফ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সহায়তায় বিশ্বব্যাংক এর অর্থায়নে "Sustainable Enterprise Project (SEP)" বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হল, ব্যবসাগুচ্ছ ভিত্তিক ক্ষুদ্র উদ্যোগ গুলোতে পরিবেশ সম্মত টেকসই চর্চা বৃদ্ধি করার জন্য উপযুক্ত ও টেকসই প্রযুক্তির প্রচলন, বিপণন, সামর্থ্য বৃদ্ধি ও ব্র্যান্ডিং তৈরীতে সহযোগিতার পাশাপাশি সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

এই প্রকল্পের আওতায় পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা-সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা "পরিবেশ বান্ধব উপায়ে নোয়াখালী জেলায় মহিষ পালন ব্যবসাগুচ্ছের সম্প্রসারণ" শীর্ষক একটি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে যার আওতায় নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর, হাতিয়া, কবিরহাট ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় মহিষপালন খামারী ও সংশ্লিষ্ট এন্টারপ্রাইজ গুলোকে পরিবেশগতভাবে টেকসই হিসাবে উন্নীতকরণ করা হবে।

প্রকল্প পরিচিতিঃ

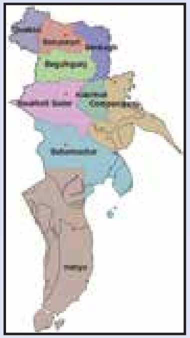

প্রকল্পের নাম ঃ সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট

উপ প্রকল্পের নাম ঃ পরিবেশ বান্ধব উপায়ে নোয়াখালী জেলায় মহিষ পালন ব্যবসাগুচ্ছের সম্প্রসারণ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা

সহযোগীতায় ঃ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)।

প্রকল্পের মেয়াদ ঃ ২ বছর (মে ২০২১- এপ্রিল ২০২৩)

প্রকল্প কর্ম এলাকা ঃ নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর, হাতিয়া, কবিরহাট ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা।

প্রকল্পের লক্ষ্য ঃ প্রকল্প এলাকায় মহিষ পালনের সাথে জড়িত ব্যবসাগুচ্ছের পরিবেশগত উন্নয়ন এবং বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- কর্মএলাকার সামগ্রিক পরিবেশের উন্নয়ন করা।
- পরিবেশসম্মত মহিষ পালনের উদ্যোক্তা তৈরি করা।
- মহিষের দুগ্ধজাত পণ্যের ব্র্যান্ড শপ তৈরি।
- ভেটেরিনারি সেবা নিশ্চিত করা।
- মহিষ পালনের সাথে সম্পর্কিত সকল উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের তাৎক্ষণিক ফলাফলঃ

- গবাদি পশু পালনে সচেতনতা বৃদ্ধি ও সামগ্রিক পরিবেশের উন্নতি হবে।
- খামারের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হবে।

প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব

- টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর ও মোটাতাজা মহিষ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।
- মহিষ পালনের সাথে সম্পর্কিত সকল ব্যবসাগুচ্ছের উদ্যোক্তাদের স্বর্ণদ্বীপ।

স্বর্ণদ্বীপ

অবকাঠামোগত কার্যক্রমঃ

উন্নত জাতের মহিষের প্রজনন খামার নির্মাণ ঃ নোয়াখালীর উপকূলীয় অঞ্চলে বাথার পদ্ধতিতে পালিত দেশীয় জাতের মহিষ তুলনামূলক কম দুধ উৎপাদনক্ষম ও কম দৈহিক ওজনের হওয়ায় এবং চারণভূমি কমে যাওয়ার ফলে খামারিরা পর্যাপ্ত মুনাফা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় অধিক দুধ ও মাংস উৎপাদনক্ষম মুররাহ জাতের মহিষের প্রজনন খামার সংস্থার সমন্বিত কৃষি খামারে তৈরি করা হচ্ছে। যা প্রকল্প এলাকার খামারিদের মাঝে উন্নত জাতের মহিষ সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে এবং মহিষের দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

মহিষের বাজার উন্নয়ন ঃ প্রকল্পের আওতায় বাজারের কাঠামোগত এবং পরিবেশগত উন্নয়নের জন্য হাতিয়া উপজেলার হাতিয়া বাজারে মহিষ/গরু উঠা নামার র‍্যাম্প, স্যানিটারি টয়লেট, ওজন নির্ণয় যন্ত্র ও বাজারের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য পিট তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। এই ছাড়াও সুবর্ণচর উপজেলার ছমির হাট বাজারে আরো একটি মহিষ ও গরুর বাজার উন্নয়নের কাজ পরিকল্পনাধীন রয়েছে।

পরিবেশবান্ধব উপায়ে মহিষের বাসস্থান নির্মাণ ঃ পরিবেশসম্মত মহিষের বাসস্থান নির্মাণে খামারিদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। ফলে খামারে মহিষ পালনের মাধ্যমে দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে মহিষ পালন নিশ্চিত করা যাবে।

এ খাতের আওতায় এ পর্যন্ত ২০ জন উদ্যোক্তাকে (সুবর্ণচর উপজেলায় ১৪ জন, হাতিয়া উপজেলায় ০৫ জন এবং কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় ০১ জন) অনুদান প্রদানের মাধ্যমে পরিবেশসম্মত মহিষের বাসস্থান নিশ্চিত করা হয়েছে।

দুগ্ধ সংরক্ষণ ও পরিবহনের যন্ত্রপাতি সরবরাহ ঃ উদ্যোক্তা পর্যায়ে নিরাপদ ও পরিবেশসম্মত ভাবে দুধ পরিবহন ও সংরক্ষণের জন্য অ্যালুমিনিয়াম ক্যান, আইস বক্স, ল্যাক্টোমিটার ইত্যাদি সরবরাহ করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৭ জন উদ্যোক্তাকে ২৯ টি মিল্ক ক্যান সরবরাহ করা হয়েছে যার মাধ্যমে খামারীরা চর বা খামার পর্যায় থেকে সহজে দুধ পরিবহন করছে।

সাধারণ ঋণ কার্যক্রমঃ

উদ্যোক্তার অর্থনৈতিক সহযোগীতা স্বরূপ সংস্থা নিম্নোক্ত কাজের জন্য সহজ শর্তে ঋণ সরবরাহ করছে-

সংকর জাতের মহিষ পালন ঃ কর্মএলাকায় সংকর জাতের মহিষ পালনে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। এ জাতের মহিষের দুধ ও মাংস উৎপাদনক্ষমতা অধিক হওয়ায় খামারি লাভবান হচ্ছে। ঋণ প্রদানের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ২৫ জন উদ্যোক্তা কতৃক উন্নতজাতের মুররাহ্ জাতের মহিষ ক্রয় করা হয়েছে।

মহিষের দুগ্ধজাত পণ্যের ব্র্যান্ড দোকান তৈরি ঃ মহিষের দধি একটি ঐতিহ্যবাহী দুগ্ধজাত পণ্য এবং স্থানীয় বাজার সহ সারা দেশে বেশ চাহিদা রয়েছে। পণ্যটির নিরাপদ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, ব্র্যান্ডিং ও বাজারজাতকরণ করার পাশাপাশি শুধুমাত্র দধি বা ঘি প্রক্রিয়াজাতকরণের পরিবর্তে বৈচিত্র্যপূর্ণ দুগ্ধজাতপণ্য (যেমন পনির, ক্রিম পনির, বাটার, মিষ্টি ইত্যাদি) তৈরির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এ খাতের আওতায় ৪ জন মডেল উদ্যোক্তা তৈরির উদ্দেশ্যে দুগ্ধজাত পণ্য তৈরির উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

কেঁচো সার উৎপাদন ঃ উদ্যোক্তা পর্যায়ে কোঁচো সার উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সাধারন সেবা ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। এর ফলে গোবরের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা সম্ভব হবে, কেঁচো সারের বিক্রয় বাড়ানো এবং জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে এবং ক্ষতিকর রাসায়নিক সারের ব্যবহার হ্রাস পাবে। এছাড়াও গোবর সংরক্ষণাগার নির্মাণ করে গোবর ব্যবস্থাপনা সহজ হবে ও পরিবেশের দৃশ্যমান উন্নতি ঘটবে। এই খাতে ৩০ জন খামারিকে (সুবর্ণচর উপজেলায় ২৮ জন এবং হাতিয়া উপজেলায় ২ জন) ঋণ প্রদনের মাধ্যমে কেঁচো সার উৎপাদনের আওতায় আনা হয়েছে।

বায়োগ্যাস উৎপাদন ঃ বিকল্প জ্বালানী হিসাবে বায়োগ্যাসের ব্যবহার একটি অন্যতম পরিবেশসম্মত উপায়। বায়োগ্যাস ব্যবহারের মাধ্যমে গবাদিপশুর বর্জ্য কাজে লাগিয়ে আবর্জনা ও দুর্গন্ধ মুক্ত স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও উন্নত জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। এ খাতের আওতায় এ পর্যন্ত ০৩ জন উদ্যোক্তা (সুবর্ণচর উপজেলায় ২ জন এবং হাতিয়া উপজেলায় ১ জন) বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট তৈরী কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং বায়োগ্যাসের মাধ্যমে তারা তাদেও রান্নার কাজ সম্পন্ন করছে।

অন্যান্য কার্যক্রম সমূহঃ

পরিবেশ উন্নয়ন ফোরাম ঃ প্রকল্প এলাকায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং এলাকার সকল শ্রেণী পেশার মানুষদের নিয়ে ৬ টি (চরবাটা, পূর্বচরবাটা, চর জব্বর, হাতিয়া বাজার, চর ক্লার্ক এবং চাপরাশির হাট পরিবেশ ক্লাব) পরিবেশ উন্নয়ন ফোরাম গঠন করা হয়েছে। এই ফোরামের মাধ্যমে এলাকার মহিষ পালনের সাথে জড়িত উদ্যোক্তাদের পরিবেশ দূষণ রোধে সচেতনতা বৃদ্ধি সহ পরিবেশ ফোরামের সদস্যদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলা হচ্ছে। এছাড়া এলাকার সমসাময়িক বিষয় (পরিবেশ দূষণরোধ, পরিবেশ সম্মত মহিষ পালন বিষয়ক আলোচনা) নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিই প্রধান লক্ষ্য।

ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তার সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ঃ প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, এক্সপোজার ভিজিট ইত্যাদির মাধ্যমে ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এর ফলে খামারিদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সঠিক খামার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খামারিরা আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় উদ্যোক্তাদের এ পর্যন্ত ৪১ টি প্রশিক্ষণ (৩৭ টি), কর্মশালা (২ টি) এবং এক্সপোজার ভিজিট (২ টি) সম্পন্ন করা হয়েছে।

দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের মান পরীক্ষা ঃ উদ্যোক্তা পর্যায়ে প্রাথমিক অবস্থায় দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের (দুধ, দই, চীজ ইত্যাদি) গুণগত মান পরীক্ষা এবং প্রশিক্ষণ ও সঠিক খামার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পণ্যের মান বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ২০ জন উদ্যোক্তার ৪০ টি দুধ ও দই এর নমুনা চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি এন্ড এ্যানিমেল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যায়ের মেডিসিন ল্যাব থেকে পরীক্ষা করা হয়েছে। এছাড়াও পণ্যের (দুধ ও দই) গুণগত মান পরীক্ষার পাশাপাশি উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তার দক্ষতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

টিকা ও কৃমিনাশক ক্যাম্পেইন ঃ প্রকল্পের ভেটেরিনারি চিকিৎসকের মাধ্যমে মহিষকে নিয়মিত টিকা ও কৃমিনাশক প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৩০ টি ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে প্রায় ২৭০০ মহিষ এবং গরুতে ভ্যাকসিন ও কৃমিনাশক প্রদান করা হয়েছে। এতে করে পূর্বের তুলনায় মহিষ রোগের সংক্রমণ কমছে এবং খামারিদের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ কমে এসেছে।

উচ্চফলনশীল ঘাস চাষ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ঃ

প্রকল্প এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পানি স্বল্পতার কারণে শীত মৌসুমে গবাদি পশুর খাদ্য সংকট দেখা দেয়। তাই এ প্রকল্পের মাধ্যমে উচ্চফলনশীল ঘাস চাষ ও ঘাস প্রক্রিয়াজাতকরণ উদ্যোক্তা তৈরি করে ঘাস চাষের সম্প্রসারণ ঘটানো সম্ভব হচ্ছে এবং যা খাদ্যের ঘাটতি পূরণে সহায়তা করছে। প্রকল্প এলাকায় এ পর্যন্ত ৩৭ জন (সুবর্ণচর উপজেলায় ২৭ জন, হাতিয়ায় ৫ জন এবং কোম্পানীগঞ্জে ৫ জন) ঘাস চাষ ও ঘাস প্রক্রিয়াজাতকরণ উদ্যোক্তা তৈরি করা হয়েছে।

উন্নত প্রাণিসেবা প্রদান ঃ

প্রকল্প এলাকার প্রাণী চিকিৎসকদের উন্নত সেবার লক্ষ্যে সাধারণ সেবা ঋণের আওতায় আনা হয়েছে এবং ১৬ জন উদ্যোক্তাকে (সুবর্ণচর উপজেলায় ১০ জন, হাতিয়ায় ৪ জন এবং কোম্পানীগঞ্জে ২ জন) ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ফলে প্রত্যন্ত এলাকায় ভেটেরিনারি সেবা নিশ্চিত হচ্ছে এবং মহিষ ও বাছুরের মৃত্যু হার কমাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

বৈচিত্র্যপূর্ণ দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনে প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ঃ

প্রকল্পের কর্ম এলাকায় দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণে জড়িত উদ্যোক্তার দক্ষতা বাড়াতে নিরাপদ দুধসহ দুগ্ধজাত পণ্য যেমন: ক্রিম সেপারেশন মেশিন, মিষ্টি, দই, ঘি, বাটার, বাটার অয়েল ইত্যাদি তৈরীর প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি সরবরাহের জন্য কর্মকান্ড অর্ন্তভুক্ত করানো হচ্ছে। ইতোমধ্যে চরক্লার্ক ও চরবাটা অগ্রসর শাখার ২ জন উদ্যোক্তা ক্রিম সেপারেটর মেশিনের মাধ্যমে দুধ হতে ক্রিম এবং ঘি তৈরি করছে।

বাস্তবায়নে:

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা

প্রধান কার্যালয়:
চরবাটা, সুবর্ণচর, নোয়াখালী - ৩৮১৩
মোবাইল ঃ ০১৭১১-৩৮০৮৬৪, ০১৮৬-৫০৪১২০২
ই-মেইল ঃ matin_ssus@yahoo.com
saifulssus@yahoo.com, sagarikango@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.sagarika-bd.org
https://bit.ly/3SH8Dzb

সহযোগিতায়:

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

তথ্যসূত্র : সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্টের মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা ও শিখন।